দৈনিক ইত্তেফাক

APR 25 2002

পত্রিকা ....
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...৩.....

ডোনেশন দিয়ে স্কুল-কলেজে চাকরি নিতে হয়

মাইনুল হাসান ।। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডোনেশনের ধরন পাল্টে গেছে। পূর্বে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা নিজের নামে অথবা আত্মীয়স্বজনের নামে স্কুল কলেজ স্থাপনের জন্য অর্থ অথবা জমি দান করতেন। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। ছাত্ররা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ডোনেশন দেয়। রাজধানী ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নাম করা স্কুলগুলোতে ডোনেশন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট কোট থাকে। নিলাম ডাকের মত সর্বোচ্চ দাতার সন্তানকে ভর্তি করা হয়। শিশু শ্রেণীগুলোতে এ প্রথা অনেক আগেই চালু হয়েছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির জন্য ডোনেশন প্রথা চালু রয়েছে। নাম-করা কলেজগুলোতে এ প্রথা দীর্ঘ-দিনের। শুধু ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিতেই নয় বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের সময় প্রার্থীদের নিকট থেকে মোটা অংকের ডোনে-শন নেয়া হয়। এ কারণে যোগ্য প্রার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে চাকরি পাচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইন্টারভিউর পর শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্যানেল তৈরী করা হয়। কর্তৃপক্ষ ডোনেশন ধার্য করে। যারা দাবী পূরণ করতে পারে তাদের ভাগ্যে নিয়োগ জোটে। অন্যরা ফিরে যায়। ইন্টারভিউতে প্রথম হয়েছে এমন প্রার্থীও ডোনে-শন দিতে না পারায় চাকরি পাননি এমন অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম অনুসারে ডোনে-শন ধার্য হয়। ৩০ হাজার টাকা থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত ডোনে-শন নেয়া হয় বলে জানা গেছে। নিয়োগ পাওয়ার পর অনেকে দীর্ঘ-দিন কলেজ থেকে বেতন পান না। সরকারী অনুদান নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকেন। মেয়েদের অভিভাবকরা ডোনেশন দিয়ে কন্যাদের শিক্ষক-তায় ঢুকাতে বেশী ব্যস্ত। এর পিছনে সামাজিক কারণ রয়েছে। মেয়ে স্কুল-কলেজে চাকরি করলে ভাল স্থানে পাত্রস্থ করতে পারেন বলেই তারা ডোনেশনেয় দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। ডোনেশনের ব্যাপারে স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা রীতিমত টিউশন ফি পরিশোধ করে না। এ কারণে তহবিলে ঘাটতি পড়ে। ডোনেশন গ্রহণ করে তহবিল সমৃদ্ধ করা হয়।